জনচেতনা

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

জনচেতনা

শ্রী নরেন্দ্র মোদী 'কংগ্রেস মুক্ত ভারতের' ডাক দিয়েছেন। এই ডাক শুনে মন হবে এ এক অগণতান্ত্রিক শ্লোগান। কারণ গণতন্ত্রে সব দলের স্থান থাকাই বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন দলের নাম না করে কংগ্রেসকে দেশ থেকে মুছে ফেলার কথা কেন? মনে পড়ে গেল স্বাধীনতার পরে গান্ধিজীও দু'বার বলেছিলেন কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে। কংগ্রেস দেশের পক্ষে যদি মঙ্গলকর হতো তবে গান্ধিজী নিশ্চয়ই কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার কথা বলতেন না।

অনেকেরই জানা যে ইংরেজ আই.সি.এস. অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ইংরেজের স্বার্থ না থাকলে কেন ইংরেজ শাসকেরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেবে? মনে হতেই পারে ইংরেজ শাসকদের কিছু স্বার্থ হয়তো ছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে। আবার স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি বন্ধ করতেই হয়তো মৃত্যুর পূর্বে গান্ধিজী কংগ্রেস ভেঙে দিতে বলেছিলেন।

১। সংবিধানের ভূমিকায় ভারতবাসীর অবদানের উল্লেখ নেই

১৯৪৯ সালে ভারতবাসীর জন্য যে সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় সেই গণপরিষদে কংগ্রেসেরই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাদেরই হাতে ক্ষমতা ছিল সংবিধানে কি লেখা থাকবে আর কি থাকবে না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন উন্নত সভ্যতার দেশ। এই সংবিধানের ভূমিকায় নেই প্রাচীন ভারতের উন্নত সভ্যতার যেমন কোন উল্লেখ তেমনি নেই এই দেশের মূল্যবান ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্রষ্টাদের গৌরবময় ভূমিকার কোন স্বীকৃতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'একসময় ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল।' ঐতিহাসিক হেনরি বিভারিজও লিখেছেন যে পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলি যখন বর্বরতা ত্যাগ করে সভ্যতার আলো দেখেনি তখন ভারতেই ছিল সম্পূর্ণ ব্যাকরণ শুদ্ধ এমন এক পূর্ণ ভাষা যে ভাষায় বহু বিষয়ে মূল্যবান অসংখ্য গ্রন্থ ভারতবাসী সৃষ্টি করেছে, যে কাজ করতে দরকার হয়েছে উচ্চস্তরের প্রতিভা। উল্লেখ করা দরকার সেই ভারতবাসী আজও তার হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলতে সক্ষম যা ইউরোপের মূর্তিপূজারী প্যাগানরা, প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার, আফ্রিকার এবং অন্যান্য দেশের মানুষেরা পারেন নি।কেন ভারতবাসীর সেই গৌরবময় ভূমিকার উল্লেখ সংবিধানের ভূমিকায় নেই? আজ যখন দেখি হাজার হাজার সরকারি প্রকল্প, বৃত্তি প্রভৃতি গান্ধি ও নেহেরুর পরিবারের নামেই করা হয়েছে তখন একথাই মনে জাগে।

২। সংবিধানে ধর্মান্তরকরণের উল্লেখ নেই কেন?

ভারতের সংবিধানে ধর্ম, জাতি, অস্পৃশ্যতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দগুলি আছে কিন্তু 'ধর্মান্তরকরণ' শব্দটি নেই কেন? ধর্মান্তরকরণ কি হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবাসীদের

করা হচ্ছে না? হিন্দু সমাজ নিকৃষ্ট তা প্রচারের বা প্রতিকারের জন্য যদি জাত ও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ করা হয়ে থাকে তবে হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মান্তরকরণ যে চলছে এবং ধর্মান্তর করে করে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার হবার ফলে অনেক জায়গায় হিন্দু সংখ্যালঘু হবার ফলে (যেমন পূর্ববঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম ভারতে) ভারতবাসীর জমিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল সেই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার অপকারিতা ভারতবাসী যাতে না বুঝতে পারে সেইজন্যই কি সংবিধানে ধর্মান্তরকরণ শব্দটি কোথাও লেখা হল না? ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা জাতির যে মৌলিক পরিবর্তন ও ক্ষতি হয় তা কি সংবিধান রচয়িতা পণ্ডিতদের অজানা ছিল?

৩। ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, জাতিসত্তা বিনাশ হয়

ধর্মান্তরকরণের ফলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নাম, ধর্মবিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি, বিবাহরীতি, খাদ্য, তীর্থস্থান, উত্তরাধিকার, মৃত্যুর পর শব দাহ না কবর, স্বর্গ ও নরকের ধারণা— এককথায় ইহকাল পরকালের সব ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে যায়, ব্যক্তিসত্তারই মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। শত শত বছর ধরে যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ও পরিবারকে ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে ততই সংখ্যাগত পরিবর্তন দ্বারা এবং ধর্মান্তরিতদের বংশবিস্তারের ফলে এক গুণগত মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া ২/৩শ বছর ধরে চালানোর ফলে দেখা যায় একটা অখ্রিষ্টান বা অমুসলমান দেশ খ্রিষ্টান বা মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেল। প্রাচীনকাল থেকে যে দেশে যে জাতি বাস করত সেই প্রাচীন জাতি সে দেশে থাকল না। তাদের জাতিসত্তা ধ্বংস হল ধীরে ধীরে।

৪। সংখ্যাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন

ধর্মান্তর করা হয় ব্যক্তিগতভাবে। আবার কখনও কখনও একটা গ্রামের সমস্ত মানুষকেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ধর্মান্তরকরণীরা যেন শিকারী আর যাদের ধর্মান্তরিত করা হবে তারা যেন শিকার। ধর্মান্তরকরণীদের যদি পৃষ্ঠপোষক না থাকে তবে ধর্মান্তরকরণ কাজ চালানো সহজ হয় না। সাধারণত স্বদেশী ধর্ম ত্যাগ করে কেহ পরধর্ম গ্রহণ করতে চায় না। বাইরে থেকে এসে ধর্মান্তরকরণীরা একটা দেশে ঢোকে স্বদেশী ধর্মালম্বীদের ধর্মান্তরিত করতে। একটি ধর্মান্তরকরণী সম্প্রদায় যদি অপর জাতির রাষ্ট্র দখল করে ফেলতে পারে তবেই তাদের পক্ষে ধর্মান্তরকরণ কাজটা খুবই সহজ হয়। রাষ্ট্রশক্তি এমনই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে, আফ্রিকায় ধর্মান্তরকরণ কাজ রাষ্ট্র দখলের পরে যত সহজে হয়েছিল ভারতে কিন্তু তত সহজে হয়নি। যেমন প্রথম খ্রিষ্টান সম্রাট কনস্টেনটাইন ইউরোপ দখল করার পর মাত্র তিনশ বছরের মধ্যে ইউরোপের সংখ্যাগুরু প্যাগান মূর্তি পূজারী জাতিকে খ্রিষ্টে ব্যাপট্যাইজ্ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় হিন্দুদের মুসলিম করা তত অল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। ১২০৪ সালে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বাঙলা দখলের পূর্বে বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতা

ধর্মান্তরকরণীদের দ্বারা অধিকৃত না হলে পূর্ব বাঙলায় মুসলিমদের সংখ্যাগুরু হওয়া কঠিন ছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনায় দেখা গেল পূর্ব বাঙলায় ১৫টি জেলায় (৩১টির মধ্যে) ৫০ শতাংশ থেকে শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। বাঙলার রাষ্ট্রশক্তি যদি মুসলিম শাসকদের অধিকৃত না হত তাহলে ৬৬৮ বছর চেষ্টা করেও ১৫টি জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো না। পৃথিবীর সব দেশেই রাষ্ট্রক্ষমতা যখন স্বদেশীদের হাতে থাকে না, যখন বিধর্মী ধর্মান্তরকরণীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যায় তখন অসহায় পরাধীন স্বদেশীদের ধর্ম রক্ষা করা খুব কঠিন হয়। ১৮৭২ সালের পরেও বাঙলায় মুসলিম শাসন কার্যত চলেছে ১৭৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সব সময়েই ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মান্তরিতদের বংশ বিস্তার হতে থাকে। ইংরেজ রাজত্বে মুসলিম ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও ১৮৩০ শে তিতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলনে হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। মুসলিম জনসংখ্যা যে যে জেলাগুলিতে সংখ্যাগুরু হয়েছে সেই জেলাগুলি নিয়েই পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হল ১৯৪৭ সালে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল ধর্মান্তরকরণ ও বংশবিস্তার দ্বারা। ধীরে ধীরে সংখ্যাগত পরিবর্তন দ্বারা গুণগত এক বিরাট পরিবর্তন হল অর্থাৎ মুসলিমরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারতবাসীর জমিতে তাদের একটি রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। ভারতবাসীরা তাদের জমি হারাল। মুসলমানেরা নতুন জমি লাভ করল। ভবিষ্যতে আবারও ভারতবাসী কি জমি হারাবে? যে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার ফসল পাকিস্তান সেই প্রক্রিয়া ও তার পরিণতি সম্বন্ধে শাসক কংগ্রেস ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গ দলগুলি উদাসীন। নীরবই থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণের আইন কেন হয় না ৬০ বছরের কংগ্রেস শাসনে?

৫। সংখ্যালঘু বিনিময় না করে কংগ্রেস কি আবার জমি দান করবে?

যখন ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করে তখন কংগ্রেস নেতারা হিন্দুদের বিভ্রান্ত করেছেন এই বলে যে লীগের পাকিস্তান অবাস্তব তুচ্ছ কথা। গান্ধিজি বলেছিলেন যে মাতৃভূমির শবব্যবচ্ছেদ হবে না। তারপর কংগ্রেস ভারতের জমি পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে কোন যুক্তিতে মুসলিম লীগকে দিয়ে দিল? কমিউনিষ্ট পার্টি কেন পাকিস্তান দাবীকে ন্যায্য দাবী বলেছে? তারপর পাকিস্তান হবার পর কমিউনিষ্টরা ভারতে এসে আশ্রয়ই বা নিল কেন? ভারতবাসীর জমি কি কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট দলের সম্পত্তি? ভারতবাসীর জমি পাকিস্তানকে দেওয়া ন্যায্য?

ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ভারতরত্ন ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন পাকিস্তান দিয়ে তারপর সংখ্যালঘু বিনিময় করতে যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরস্থায়ীভাবে দূর হয়। ('That the transfer of minorities is the lasting remedy for communal peace is beyond doubt' (v.8, p. 116)। তিনি বলেছেন যে গ্রীস, তুরস্ক, বুলগেরিয়া যদি সংখ্যালঘু বিনিময় করতে পারে ভারত কেন তা পারবে না। তাঁর কথায় সাম্প্রদায়িক শান্তির এই স্থায়ী নিশ্চিত

পথ ত্যাগ করাটা হবে প্রচণ্ডতম এক মূর্খামী। ('It would be the highest folly to give up so sure a way to communal peace'.)। লোক বিনিময়ে কিছু অসুবিধা থাকবে এবং তা দূর করতে হবে। সংখ্যালঘু বিনিময় না করে সংখ্যালঘুর জন্য রক্ষাকবচের চেষ্টা যে ভুলপথ সে কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি। সুতরাং আমরা দেখি তিনি পাকিস্তান মুসলিমদের দিয়ে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের থেকে এক নিরাপদ দূরত্বে (আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে) রাখতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের সমর্থক জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কথা কংগ্রেস বলেছে। ১৯৪৬ -এর ১৬ই আগষ্ট লীগের সমর্থকরা যখন পাকিস্তানের জন্য কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছে তখন কি জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিল? নামেনি। ড. আম্বেদকর 'ন্যাশনালিস্ট মুসলিম' কথাটা বিশ্বাস করেননি।

আজ একদল দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা বলছেন, যেমন ঠিক দেশভাগের আগে লীগ ও তপসিলী নেতারা বলেছেন। দলিতরা যদি ড. আম্বেদকরের লেখা পড়েন (ভল্যুম ৮) তবে বুঝতে পারবেন কখনই বাবাসাহেব দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন দলিতদের মুসলিমদের থেকে নিরাপদ সামাজিক দূরত্বে থাকতে। কেন? কারণ মুসলিমরা ধর্মান্তর করে। দলিতরা হিন্দু। হিন্দুরা ধর্মান্তরকরণ করে না। হিন্দুর শাস্ত্রে ধর্মান্তরকরণ নাই। মুসলিমরা দেশে দেশে দলিতদের ধর্মান্তরিত করে তাদের মুসলমান করেছে ও করবে। যেমন সোমালিয়া, সৌদি আরবিয়া, মৌরিটানিয়া ও মালদ্বীপে আজ শতকরা ১০০ শতাংশ জনসংখ্যাই মুসলিম। দলিতদের সে দেশগুলিতে ধর্মান্তরকরণের ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

মুসলিম লীগের দাবি ছিল গোটা বাংলাই চাই পাকিস্তানের জন্য। ড. শ্যামাপ্রসাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমস্ত বাংলাই পাকিস্তান হয়ে যায়নি। যে যে জেলায় ধর্মান্তরকরণের দ্বারা মুসলিমরা সংখ্যাগুরু হয়েছে সেই সেই জেলাগুলি নিয়েই পাকিস্তান হল। লীগের বক্তব্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতি। পৃথক জাতি হিসাবে তাদের আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই। সেই নীতিতে দেশভাগ হয়েছিল। সেই নীতি অনুসারে পাকিস্তানে মুসলমান ও হিন্দুস্থানে হিন্দু থাকবে সেটাই তো ন্যায্য ছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ সেই দাবীই করেছিলেন। সর্দার প্যাটেলও ছিলেন সংখ্যালঘু বিনিময়ের পক্ষে। লোক বিনিময় হলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে জমি বিনিময় করে ভারতের সংখ্যালঘুদের জমি যেমন পেত, ভারতের সংখ্যালঘুরাও পাকিস্তানে গিয়ে সেদেশের সংখ্যালঘুদের জমি পেয়ে উভয়েরই অসুবিধা লাঘব হতো। কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিনিময়ে কোন উদ্যোগ নিল না। সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবী মানল না। ভারতের সংখ্যালঘু প্রায় সবই ভারতে থেকে গেল। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরাই ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু হল অত্যাচারে বাধ্য হয়ে। কংগ্রেস লোক বিনিময় না করে কেবল ভারতের সংখ্যগুরুরই কি ক্ষতি করল না? লোক বিনিময় করলে 'গৈরিক সন্ত্রাস' বিজেপি সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বলার আজ সুযোগও কি থাকত? আর ভারতবাসীর জমি পাকিস্তান সৃষ্টি করতে মুসলিম লীগকে

কংগ্রেস যে উপহার দিল তা কি ন্যায্য ? স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে ভারতের জমির মালিক কারা ? যারা বাইরে থেকে এসে ভারতবাসীদের ছলেবলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করছে, বংশবিস্তার করে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তারা ?

আমরা দেখি প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি বহু নিদর্শন কেরল ছাড়া ভারতের সর্বত্রই পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষই পাথরের অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে পশুর রাজত্বের অবসান ও মানুষের রাজত্বের ও সভ্যতার সূচনা করে। মেহেরগড়, সরস্বতী, হরপ্পা সভ্যতা ভারতবাসীরই সৃষ্টি, ভারতেরই নদীর দান। তাহলে ঐ প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর উত্তরপুরুষ কাহারা ? বর্তমান ভারতবাসী ছাড়া আর কে ? সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে যাদের ধর্ম ভারতের ধর্ম, যাদের সভ্যতা ভারতের সভ্যতা, যাদের নাম ভারতীয় (আরবী নয়), যাদের গোত্র ভারতের মুনি-ঋষিদের নামানুসারে, যাদের বহু দেবদেবী, বহু পূজ্য মহাপুরুষ, ভারতের মাটির অন্নে বাঁচার জন্যে ভারতকে যারা ভারতমাতা বলে ভারতের জমি উত্তরাধিকার সূত্রে হাজার হাজার বছর ধরে তারাই ন্যায়ত, ধর্মত ও আইনত মালিক। সে জমি অবিভাজ্য। বিদেশীরাই জোর করে দখল করে সে জমিতে তাদের ভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে ও করবে। যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিনিময় সেদিন করেনি সেই কংগ্রেসের জন্যই ৪৭ সাল আবারও কি ফিরে আসবে না ? কংগ্রেস মুক্ত ভারতরই দেশরক্ষা, ধর্মরক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। গান্ধিজী ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে অনশন করেনি, কংগ্রেস কখনও সংগ্রাম করেনি ভারতের অখণ্ডতা রাখতে।

৬। হিন্দুবিরোধী হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫

কমিউনিষ্ট পণ্ডিতেরা শেখাতেন দর্শন দুই প্রকার—ভাববাদী ও বস্তুবাদী। ভারতীয় দর্শন তাঁরা আমাদের শেখায় না। প্রাচীন ভারতই প্রথম দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন যার স্তম্ভগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। দীর্ঘ জীবনে সুখী হতে গেলে দরকার ধর্ম (রিলিজিয়ন নয়, বৈদিক ধর্ম)। রিলিজিয়নে ও দ্বীনে আছে ধর্মান্তরকরণ, বিশ্বাস এক দেবতা বা এক গড-এ, এক আল্লাহতে, এক পুত্র বা একমাত্র একজন বার্তা প্রচারক। এক পদ্ধতিতে প্রার্থনা/নামাজ। ধর্মের প্রথম কথা 'সতং বৃহদ'—সত্যই বড়। অন্ধ বিশ্বাস নয়। অসত্য থেকে সত্যে পৌঁছাতে ডাক দিয়েছে উপনিষদ। যা সত্য নয় তা ধর্ম নয়। ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল ঋত—(প্রকৃতির) শাশ্বত নিয়ম। এই নিয়ম বড়ই কঠোর—এই নিয়মে জগত চলে। মানুষও এই নিয়মের অধীন। মানুষ অমৃতের সন্তান সুতরাং সকলে সুখী হোক— 'সর্বে ভবন্তু সুখিন'। সকলের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে নিজের শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনা আছে অথর্ব বেদে। ধর্মহীন মানুষ শান্তিলাভ করতে পারে না। ঋগ্বেদে ১০০০-এরও বেশি সূক্ত আছে কল্যাণকর ধন লাভ ও ভোগের জন্য। যারা বলেন 'অর্থই অনর্থের মূল' তারা বেদ বিরোধী। অর্থ ছাড়া মানুষ সুখী হতে পারবে না। কেবল ধন লাভ হলেই সুখী হওয়া যাবে না যদি কাম তৃপ্তি থেকে মানুষকে বঞ্চিত থাকতে

হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম—কোন একটি থেকে মানুষকে বৈদিক সমাজ বঞ্চিত করতে বলেনি। যদিও এক স্বামী ও এক স্ত্রী সাধারণ রীতি ছিল কিন্তু একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী এবং একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী (যেমন সূর্যা ঋষির অশ্বিদ্বয় দুই স্বামী, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী) থাকলেও সমাজ তা স্বীকার করেছে। ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রকে হরণ করতে ঋষির নির্দেশ ছিল না, আইন মানুষকে কামনা বঞ্চিত করবে না।

১৯৫৫ সালে কংগ্রেস হিন্দু বিবাহ আইন বলবৎ করে এবং স্বামী হিন্দু হলে একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করলে অপরাধী হিসাবে ৩ বা ৭ বছর জেল হতে পারে এমনই শাস্তির ব্যবস্থা করল কিন্তু মুসলমান হলে একসঙ্গে ৪টি বিয়ে করলেও তিনি সুনাগরিক। (১) কংগ্রেসের এ আইন বৈদিক নীতিকে অগ্রাহ্য করল কিন্তু মুসলিমদের শরিয়তকে সম্মান দেখালো। (২) মুসলিম পক্ষপাতিত্ব এবং হিন্দুর প্রতি বৈষম্য যে কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি এ আইন তা প্রমাণ করল। (৩) এ আইন করে কংগ্রেস সংবিধানের ৪৪নং ধারা অগ্রাহ্য করল যে ধারায় অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়নের নির্দেশ আছে। (৪) কংগ্রেস এই আইন তৈরি করে অক্ষম অসুস্থ স্ত্রীর স্বামীকে একাধিক বিবাহের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করে কত হিন্দু স্বামীকে যে দাম্পত্য জীবনের অধিকার হরণ করল তার অনুসন্ধান এখনও হয়নি। অর্থাৎ কংগ্রেস হিন্দু পুরুষদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করল। (৫) এ আইন হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করল। যে স্ত্রী নিঃসন্তান বা একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে অরাজি তার স্বামীকে একাধিক বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা করল। যদি বৈদিক রীতি অনুসারে একাধিক বিবাহে কোন বাধা সৃষ্টি না থাকত তবে অনেক অবিবাহিতা বা বিধবা নারীর পক্ষে বিবাহ সম্ভব হত এবং হিন্দুর বংশবিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি হত। হিন্দুর ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তি নয়, ধর্মীয় বিষয় কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তি। কংগ্রেস মুসলিম রীতি অনুসরণ করতে হিন্দুদের বাধ্য করল। এ আইনের প্রকৃতি আলোচনা করে দেখা যায় কংগ্রেস একটি হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। দেখতে হবে সাম্প্রদায়িক হিন্দু বিবাহ আইন বলবৎ করার ফলে হিন্দুরা দাম্পত্য জীবনে বঞ্চিত হচ্ছে কি না? বিশেষ করে অনুসন্ধান প্রয়োজন এই আইনের ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস হচ্ছে কিনা? এছাড়া কংগ্রেস সরকার ৪৯৮ নং ফৌজদারি আইন জারি করে বহু হিন্দু পরিবারে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, বহু আত্মহত্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বহু সংসার ধ্বংস করেছে। আইন স্বামীকে কি কি অধিকার দিয়েছে? পারিবারিক আইন তৈরির পেছনে নারী ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি আছে কি?

৭। হিন্দুদের অবস্থা অনুসন্ধান করতে কমিশন তৈরি হয় না

সাচার কমিশন, রঙ্গনাথ কমিশন এবং কুণ্ডু কমিশন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার নিয়োগ করেছে সংখ্যালঘু তথা প্রধানত মুসলিমদের অবস্থা অনুসন্ধান করে সুযোগ সুবিধা

দিতে। কিন্তু সংখ্যাগুরুর দূরবস্থা জানার জন্য এবং প্রতিকারের জন্য কি কোন কমিশন আজ পর্যন্ত করা হয়েছে? আমরা দেখি হিন্দু সমাজকে বহু 'ক্যাটিগরিতে' বিভক্ত করেছে শাসক কংগ্রেস সরকার। এর ফলে আজ হিন্দু বহুভাগে বিভক্ত ও একতাহীন। বনবাসী, গিরিবাসী, সকলেই হিন্দু। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণভেদের কথা আছে গুণানুসারে। পিতামাতা যে বর্ণের সন্তানও সেই বর্ণের একথা কি বেদ বা গীতায় আছে? নাই। সুতরাং বংশ অনুসারে বর্ণ তো নয়। বংশ অনুসারে জাতিভেদ অহিন্দু। আর্থিক দূরবস্থা অনুসারে এবং জাতি বিচার না করে, কে দরিদ্র মানুষ এটা বিচার করে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করাই ন্যায্য কাজ। কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত সরকার জাতভিত্তিক বংশগতভাবে হিন্দুদের অনেক ভাগে বিভক্ত করেছে হিন্দু সমাজকে ঐক্যহীন ও দুর্বল করতে। একতাই বল। একতা যাতে না হয় সেইজন্য কি বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে রাখা?

৮। জরুরী অবস্থায় হিন্দু সংগঠনের উপর প্রধান আক্রমণ কেন?

১৯৭৫ সালে কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন দুর্নীতির জন্য অবৈধ ঘোষণা করে এলাহাবাদ উচ্চ আদালত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা বেআইনি ঘোষণা করে। তখন একটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থে (সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থে) আদালতের রায়কে কলা দেখিয়ে ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতায় বহাল থাকতে জরুরী অবস্থা জারি করে ১০০০০০ মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখেন। নাগরিকদের সমস্ত মৌলিক অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে, সংবাদপত্র সহ অন্যান্য মত প্রকাশের মাধ্যমগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু সরকারি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সংগঠন, আর এস এস। ('RSS in particular were the main targets of Emergency'–Bipan Chandra, *In the name of Democracy*, p.172) সি পি এম বা ডি এম কে-র বড় কোন নেতাকেই বন্দী করা হয়নি কেন? কেন আর. এস এস কেই বিশেষভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল? কারণ আর.এস.এস. হিন্দু জাতির স্বার্থ ভাবে ও কিছু কাজ করে। ভারতে তাহলে সংখ্যাগুরুর কে বন্ধু আর কে শত্রু তা কাজের বিচারেই প্রমাণিত হল।

৯। কংগ্রেস শাসকদের ছত্রছায়ায় হিন্দু শাস্ত্র বিকৃতি

ধর্মান্তরকরণীরা পৃথিবীর প্রাচীন স্বদেশী জাতির প্রায় সমস্ত ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি দু হাজার বছর ধরে ধর্মান্তরকরণ করে করে বিনাশ করে ফেলেছে। প্রত্যেক জাতিই নিজের ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ভালবাসে, শ্রদ্ধাভক্তি করে। প্রত্যেক জাতিরই আশ্রয়স্থল তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতা। যাদের সভ্যতা যত উন্নত তাদেরকে ধর্মান্তরকরণ করা ততই কঠিন। সেইজন্যই ধর্মান্তরকরণীদের স্বদেশী ধর্মালম্বীদের স্বধর্ম বিমুখ করার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। তাদের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করতে হয়। স্বদেশী সভ্যতা ও ধর্ম যে নিকৃষ্ট তা প্রমাণ করার অপচেষ্টার মাধ্যমে। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ধর্মান্তরকরণীদের

স্বার্থে ধর্মশাস্ত্র বিকৃতি, ইতিহাস বিকৃতির কাজ করে, মিথ্যা প্রচারও চালানো হয় যাতে স্বদেশীরা স্বধর্ম বিমুখ হয়ে কালে কালে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়।

কি প্রকারে হিন্দু শাস্ত্রের বিকৃতি ও মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে তার নমুনা এখানে দেওয়া হল।

(ক) উন্নত সভ্যতার মাপকাঠি হল লোহার ব্যবহার। যে সভ্যতায় লোহার ব্যবহার নেই সে সভ্যতা যে অনুন্নত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্কসবাদী ইরফান হাবিব যাঁর গবেষণা কাজের জন্য ছিল ভারত সরকার প্রদত্ত উঁচু চেয়ার তিনি বারবারই প্রচার চালালেন 'ঋগ্‌বেদে লোহার ব্যবহারের কোন উল্লেখ মেলে না।' দ্বিতীয়বারও লিখলেন 'লৌহ তখনও পর্যন্ত অজানা ছিল' (ইরফান হাবিব ও বিজয়কুমার ঠাকুর, *বৈদিক সভ্যতা*, এন.বি.এ., পৃ. ২, ১০)।

অনুগ্রহ করে পাঠক ঋগ্বেদের ১/১১৬/১৫ নং সূক্তটি দেখুন—

'চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।

সদ্যো জংঘামায়সীং বিশপলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্।।'

অনুবাদ ঃ— 'খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার একটি পা পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল; হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রিযোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং শত্রুর ন্যস্ত ধন লাভার্থে **লৌহময়** জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে'—হরফ-এর কর্ণধার আল্ আমন লিখেছেন 'সে যুগেও (বৈদিক যুগেও) কর্তিত পায়ের স্থলে **লৌহময়** পদের সৃষ্টি ও সংযুক্তিকরণ সম্ভব ছিল' (হরফ, ঋগ্বেদ, খ ১, পৃ ৭)। ড. রমেশচন্দ্রের অনুবাদ— 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং শত্রুর ন্যস্ত ধন লাভার্থে **লৌহময়** জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।'

গ্রীফিত সাহেবের অনুবাদ—

"When in the time of night, in Khela's battle, a leg was severed like a wild bird's pinion, Straight ye gave Vispala a leg of **iron**'... (tr. Griffith, p. 78)

আমরা আল-আমান, পরিতোষ ঠাকুর, ড. রমেশচন্দ্র ও অধ্যাপক গ্রীফিত-এর ঋগ্বেদের ১/১১৬/১৫ নং সূক্তটির অনুবাদ উল্লেখ করেছি এবং লোহার ব্যবহার যে বৈদিক যুগে ছিল তার প্রমাণও পেলাম। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে লোহার ব্যবহার ছিল না—এ এক অসত্য প্রচার। ঋগ্বেদের অন্য সূক্তেও লোহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হলে হাবিবেরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অসত্য প্রচার চালাবেন কেন? যাঁরা সাধারণ পাঠক, মূল গ্রন্থ পড়ে জানার সুযোগ যাঁদের নেই তাঁদের মগজ ধোলাই করতেই কি ভারতের বৈদিক সভ্যতাকে খাটো করার এমনই চেষ্টা চলছে? আজ বহু ভারতবাসী যে স্বধর্ম বিমুখ তার কারণ সেকুলার (হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক) কমিউনিষ্ট ও ধর্মান্তরকরণী স্বার্থগোষ্ঠীর লোকদের ভূমিকা।

(খ) লোহার ব্যবহারের মত বস্ত্র ব্যবহারও উন্নত সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের ব্যবহার অজানা থাকলে সে সভ্যতাকে উন্নত বলা যায় না। বৈদিক সমাজ সভ্যসমাজ ছিল না সম্ভবত সেই ইঙ্গিতই করতে ইরফান হাবিব লিখেছেন, 'তবু কোথাও না কোথাও সুতি বস্ত্র ব্যবহারের অন্তত একটা উল্লেখের প্রত্যাশা মনে আসতেই পারে। কিন্তু ঋগ্বেদে তেমন একটিও নেই' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০)।

'মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো।

সকৃৎসু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃলয়াধা পিতেব নো ভব।।' (ঋ. ১০/৩৩/৩)

গ্রীফিত সাহেবের অনুবাদ—

"As rats eat weavers' threads, cares are consuming me, thy singer, Satakratu, me' (p. 554)

ঋগ্বেদের এই সূক্তে আমরা 'তাঁতিদের সুতো' (weavers' threads') লেখা আছে দেখি। 'ইঁদুরেরার যেমন তাঁতিদের সুতো কেটে যন্ত্রণা দেয়, দুর্ভাবনাও আমাকে তেমনি যন্ত্রণা দিচ্ছে'.... (এই লেখকের অনুবাদ)। এই সূক্তে যখন তাঁতি ও সুতো আছে দেখি তখন একথা বলা কি অসত্য ভাষণ নয় যে বৈদিক সভ্যতায় সুতি বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না?

ঋগ্বেদে 'বস্ত্র' শব্দটি এমন কি 'বিবস্ত্র' শব্দটিও আছে। যেমন 'সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী; ইহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট **বস্ত্র** আছে'...(ঋ ১০/৭৫/৮) এবং আছে, 'রাত্রিকালেও **বিবস্ত্র** রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারে না' (ঋ ১০/৬১/৯, অনুবাদ ড. রমেশচন্দ্র)। সুতরাং বস্ত্র ব্যবহার বৈদিক যুগে ছিল না হাবিব সাহেবের একথা কি সত্য?

ইরফান হাবিব লিখেছেন, (বৈদিক যুগে) 'উত্তরাধিকারে কন্যাসন্তানের কোন দাবী ছিল না এবং ঘটনাচক্রে, ভ্রাতৃবিহীন কন্যাদের অরক্ষিত মনে করা হতো' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪)। এখন ঋগ্বেদের ২/১৭/৭ সূক্তে কি আছে দেখা যাক।

'হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপন পিতৃকুল হইতেই ভাগ (অংশ) প্রার্থনা করে সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি' (অনুবাদক ড. রমেশচন্দ্র)।

গ্রীফিতের অনুবাদ —

"As she who is her parents' house is growing old, I pray to thee as Bhaga from the seat of all'. (p.141)

সায়নাচার্য এই সূক্তের টীকায় লিখেছেন, 'পতিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ...যথা ভাগং যাচতে' (ড. দত্ত পৃ., ৩১৭, টীকা নং ১)। অনুবাদক ড. দত্ত লিখেছেন 'ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, তৎকালে অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পাইতেন এরূপ রীতি ছিল' (প্রাগুক্ত)। হরফ-এর কর্ণধার মহাশয়ের ২/১৭/৭ সূক্তটি সম্বন্ধে বক্তব্য, 'এ ঋক হতে জানতে পেরেছি কুমারী কন্যারা কেবল

পিতৃগৃহে থাকত না, পিতার সম্পত্তিতেও তার অধিকার ছিল... এর ফলে অবিবাহিতা কন্যাকে যে অপরের গলগ্রহ হয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হোত না তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই' (হরফ, ঋগ্বেদ, খণ্ড ১, পৃ. ১৩)।

উদাহরণ হিসাবে ইরফান হাবিবদের উল্লিখিত বহু অপব্যাখ্যা করা সূক্তের মধ্যে মাত্র তিনটি সূক্ত নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা হল সতর্ক হওয়ার জন্য যাতে পাঠক বুঝতে পারেন কিভাবে ভারতবাসীর তথা হিন্দুদের আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ ও বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে অসত্য প্রচার চলছে, মগজ ধোলাই করে স্বদেশবাসীদের স্বধর্ম বিমুখ করতে যাতে ভারতবাসীরা স্বধর্ম বিমুখ হয়ে ধর্মান্তরকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। বেদে হাজার হাজার সূক্ত আছে জগত ও জীবের কল্যাণ কামনায়। যেমন—

'আমরা যেন শত শরত বেঁচে থাকি,
আমরা যেন শত শরত শুনতে পাই,
আমরা যেন শত শরত ভালভাবে কথা বলতে পারি,
আমরা যেন শত শরত মাথা উঁচু রাখতে পারি,
হ্যাঁ, শত শরতকে যেন ছাড়িয়ে যেতে পারি।' (যজু, ৩৬-২৪)।

এরকম একটা সূক্তেরও উল্লেখ আমরা হাবিব মহাশয়ের লেখায় না দেখে হতাশ হলাম। তিনি এমনইভাবে যা লিখলেন কমিউনিষ্টরা তা যাচাই না করেই কি বিশ্বাস করেছে? কোরান সম্বন্ধে এমন সমালোচনাধর্মী বই তিনি যে লিখেছেন তা আমাদের জানা নেই। কংগ্রেস শাসনাধীন ভারতে সম্মানীয় গবেষকের চেয়ার হিন্দু শাস্ত্র দূষণকারীর জন্যে যে রাখা হয়ে থাকে একথা অস্বীকার করা যায় কি? অসত্য দ্বারা সত্যকে নষ্ট করার জন্য কোন্ শাস্তিদানের বিধান ঋগ্বেদ দিয়েছে তা জানার জন্য ১০/৮৭/১১ নং সূক্তটি সম্মানীয় পাঠককে পড়তে অনুরোধ রইল।

বর্তমান পৃথিবী

বর্তমান পৃথিবী আজ দুটি দুনিয়ায় বিভক্ত—১১৮টি রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা ও জমি নিয়ে বিরাট খ্রিষ্টান দুমিয়া এবং ৫০টি রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা ও জমি নিয়ে মুসলিম দুনিয়া। এর বাইরে ভারতে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা। কিন্তু ষাট বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘু, বিশেষভাবে মুসলিমদেরই তোষণ করে। যে ১১৮টি রাষ্ট্র নিয়ে খ্রিষ্টান দুনিয়া এবং ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে মুসলিম দুনিয়া সেই খ্রিষ্টান দুনিয়ার একটিও রাষ্ট্রের সংবিধানে সেক্যুলার লেখা নেই এবং তুরস্ক ছাড়া ৫০টি মুসলিম দুনিয়ার একটি রাষ্ট্রের সংবিধানে সেক্যুলার লেখা নেই। আর তুরস্ক সেক্যুলার হলেও জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ শতাংশই মুসলমান হয়েছে ধর্মান্তরকরণের ফলে। ৭/৮টি বৌদ্ধ রাষ্ট্রের সংবিধানেও সেক্যুলার লেখা নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে ও নেপালে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু—কংগ্রেস জরুরীর

অবস্থা জারি করে ভারতকে সেক্যুলার রাষ্ট্র করেছে এবং কমিউনিষ্টরা (মাওবাদী) নেপালকে সেক্যুলার রাষ্ট্র করেছে যাতে স্বদেশী ধর্মালম্বীরা ভারতবর্ষকে কখন যেন নিজস্ব এক বাসভূমি ভাবতে না পরে। প্রশ্ন হল এই দুই বিরাট খ্রিষ্টান ও মুসলিম দুনিয়া কেমন করে হল? কে সৃষ্টি করল? ২০০০ বছর ধরে ধর্মান্তরকরণ দ্বারা খ্রিষ্টান মিশনারীরা এবং প্রায় ১৪০০ বছর ধরে মৌলবিরা ধর্মান্তরকরণ করে মুসলিম দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন।

ধর্মান্তরকরণ করার ফলে প্রাচীন পৃথিবীর দেশে দেশে যে সুশীল সমাজ ছিল, যারা ছিল প্রকৃতি ও মূর্তি পূজারী, প্রকৃতির রাজত্বে যারা শান্তির রাজ্যে বাসত করত, স্বদেশী ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে, স্থানীয় দেবদেবী নিয়ে যারা প্রায় সব বিষয়েই সন্তুষ্ট ছিল (Jones : 38) তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম বিনাশ করেই ধর্মান্তরকরণ দ্বারা বিরাট খ্রিষ্টান ও মুসলিম দুনিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইবেলের 'মহত্তম আজ্ঞা' হল ব্যাপটাইজ বা খ্রিষ্টান করা। 'পুনরুত্থানের পর যিশু শিষ্যগণের প্রতি মহত্তম আজ্ঞা দিলেন ঃ স্বর্গে ও মর্ত্যে সকল কর্তৃত্ব আমাকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার নামে, পুত্রের নামে ও পবিত্র আত্মার নামে সকলকে দীক্ষা দাও' (বাইবেল, মথি, ২৮ঃ১৮, ১৯)। যদিও যিশু খ্রীষ্ট অহিংসা ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করেছেন কিন্তু অপর জাতির রাষ্ট্র যুদ্ধ করে দখল করা, তাদের মন্দির লুঠ করা ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা বন্ধ এবং ধর্মনাশ করার কাজ খ্রিষ্টান সম্রাট কন্স্টেনটাইন করতে দ্বিধা করেননি। ইসলামে আছে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের নির্দেশ; আছে হত্যা অথবা ধর্মান্তরকরণ (কোরান, ৯/৫)। আবার 'তোমাকে ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি' (৫০/৩/৪৫) এই নির্দেশও আছে। সব নির্দেশই বলবত আছে। সবসময় বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হয় না কিন্তু সময় সময় হয়। খ্রিষ্টান মিশনারীদের ও মৌলবীদের চরম উদ্দেশ্য ধর্মান্তরকরণ। সেই কাজের ফলেই বিশাল খ্রিষ্টান ও মুসলিম দুনিয়ার সৃষ্টি। মিশনারীদের উদ্দেশ্য এ পৃথিবীতে কেবল খ্রিষ্টানরাই থাকবে। মৌলবীদের উদ্দেশ্য সমস্ত পৃথিবীতে মুসলিম সম্প্রদায়ই থাকবে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'গোটা বিশ্বে আল্লাহর এই দ্বীনকে বিজয়ী করা' (মতিউর রহমান নিজামী : ৮)।

ধর্মান্তরকরণ করে করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন একদা ভারতের অংশ আফগানিস্তান, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা ও সভ্যতা প্রায় শেষ হবার পথে এবং হিন্দু জাতিসত্তা প্রায় বিলোপ হয়ে গেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি—১২০৪ সালে বক্তিয়ার খিলজী বাংলা অধিকার করার পূর্বে মুসলিম সমাজ বাংলায় ছিলই না। সেই সময় থেকে রাষ্ট্র শক্তি প্রায় সবসময় মুসলিম শাসকদের হাতে থাকার ফলে ধর্মান্তরকরণের দ্বারা ১৮৭২ সালের মধ্যে ১৫টি জেলা (৩১টির মধ্যে) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট হয় এবং ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায়। এই যে পরিবর্তন তা ধর্মান্তরকরণেরই ফল। ১৮৮১ সালে নাগাল্যান্ডে মোট জনসংখ্যার খ্রিষ্টান ছিল মাত্র ৩ জন বা ০.০০৩ শতাংশ, ধর্মান্তরকরণের ফলে ১৯৯০ সালে খ্রিষ্টান হল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ শতাংশ এবং এখন মিজোরামেও শতকরা ৯৭ শতাংশ জনসংখ্যাই

খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। নাগাল্যান্ড, মিজোরামে হিন্দু জাতিসত্তা আজ প্রায় ধ্বংসই করা হয়ে গেছে ধর্মান্তরকরণ করে।

হিন্দুর সামনে যে কতই বিপদ তা কিন্তু হিন্দুরা জানে না, বোঝে না। যখন প্রথম (হিন্দু) 'ধর্ম' এসেছে ঋগ্বেদে তখন না ছিল ধর্মান্তরকরণী না ছিল ধর্মান্তরকরণ। হিন্দুরা জানত না ধর্মান্তরকরণ কি বিষম বস্তু। মিশনারি, সুফি, পীর, দরবেশ প্রভৃতিদের সেবার আড়ালে হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছে। যখন বুঝল তখন হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের থেকে নিরাপদ সামাজিক দূরত্বে থাকার কঠোর ব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রবর্তন করে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছে। সামান্য হিন্দুর আচার আচরণ লঙ্ঘনের জন্য তখন সমাজচ্যুত করা হতো। কারণ যারা যত বেশি ধর্মান্তরকরণীদের সংস্পর্শে এসেছে, তারা ততই খপ্পড়ে পড়েছে এবং তত বেশি খ্রিষ্টান ও মুসলমান হয়েছে। উচ্চবর্ণের এই কৌশলের ফলেই ভারত ইরান, আফগানিস্তান, ইউরোপ বা আফ্রিকা হয়ে যায়নি। এই কারণেই ধর্মান্তরকরণী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ভীষণ রাগ। বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রভাব যেখানে খুব কম ছিল বা ছিল না সেই জায়গার মানুষকে ধর্মান্তরিত করা সহজে সম্ভব হয়েছে এবং এই কারণে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবেই ধর্মান্তরকরণ বেশি হয়েছিল।

হিন্দুর ধর্মে ধর্মান্তরকরণ নেই। তারা জানেইনা কিভাবে অজান্তে ধীরে ধীরে বলপ্রয়োগ ছাড়াই হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। ধর্মান্তরকারীদের পক্ষের লোকেরা প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই হিন্দুর উপর অত্যাচার হলে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলেও সে খবর সংবাদ মাধ্যম প্রচার করে না। তারা সরকারকে প্রভাবিত করে, নতুন নতুন ফ্যাসন, পোযাক, ধর্মান্তরকরণীদের খাদ্য প্রভৃতি জনপ্রিয় করে এবং অন্ধভাবে তা হিন্দুরা অনুকরণ করে। হিন্দু জাতিসত্তা রক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধ আছে তা ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলা হয় এবং কয়েকশ বছরের মধ্যে অজান্তে হিন্দু ইসলামায়িত বা খ্রিষ্টীয় হয়ে যায়।

বলা দরকার হিন্দু জাতিসত্তা নষ্ট করার এবং ধর্মান্তরকরণীদের জাতিসত্তার প্রতি আকৃষ্ট করার কাজ এখনই চলেছে। দাড়ির নতুন ফ্যাশনের পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা চিন্তা না করে অন্ধ অনুসরণ করেন অনেকেই। এই প্রকারে ধর্মান্তরকরণের পথে হিন্দুর রীতিনীতি ও ধর্ম-সংস্কৃতি ধর্মান্তরকরণের পথে যে যে বাধা তা দূর করার কাজ চলেছে।

ধর্মান্তরকরণ দ্বার সংখ্যাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের ফলাফল

প্রথম ভারতে ধর্মান্তরকরণীরা বাইরে থেকে এসে ঢুকে যখন ধর্মান্তরকরণ ও বংশবিস্তার শুরু করে তখন এর গুরুত্ব স্বদেশীরা বুঝতেই পারে না। বহু লোকে এর কোন গুরুত্বও দেয় না। কারণ ভারতের হিন্দু ধর্মে যেমন ধর্মান্তরকরণ নাই তারা ভাবে সব ধর্মই সমান। কিন্তু ধর্মান্তর করে করে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতিসত্তা কালে কালে নিশ্চিহ্ন যে হয়ে যাবে সে বোধ তাদের নেই। তারা জানে না পৃথিবীতে ১১৮টি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের, ৫০টি মুসলিম রাষ্ট্রের এবং

৭/৮টি বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রাচীন ধর্ম ধর্মান্তকরণ করে বিনাশ করেই সৃষ্টি হয়েছে। যারা ধর্মান্তরকরণের পরিণাম জানে তারাও প্রতিরোধের কোন উপায় জানে না রাষ্ট্র হাতে না থাকাতে। যেমন হিন্দুদের প্রায় হাজার বছর রাষ্ট্র শক্তি হাতে নেই এবং ১৯৭৬ সাল থেকে ভারতরাষ্ট্রকে সেক্যুলার করা হয়েছে। ফলে ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মান্তরকরণীদের বংশবিস্তার চলতেই থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে যখন সংখ্যালঘু ধর্মান্তরকরণী সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে তখন স্বদেশীদের জমিতে চিরস্থায়ী ভোগদখল কায়েম করতে ধর্মান্তরকরণীরা তাদের রাষ্ট্র সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে তখন অত্যাচার শুরু করা হবে স্বদেশীদের উপর। স্বদেশীরা হয় তখন জন্মস্থান ও স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিতে যবে (যেমন পারস্য থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিল ইরানীরা ও পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা)। অথবা তারা বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে ইসলাম বা খ্রিষ্টত্ব গ্রহণ করে জাতিসত্তা হারাবে। এইভাবেই বর্তমান পৃথিবীতে সোমালিয়া, সৌদি আরব, মালদ্বীপ ও মৌরিটানির জনসংখ্যা শতকরা ১০০ শতাংশই মুসলমান হয়েছে প্রাচীন পূর্বপুরুষদের জাতিসত্তা হারিয়ে।

অর্থ বিনিয়োগ বর্তমান ধর্মান্তরকরণে

যে ধর্মান্তরকরণী সম্প্রদায় যত বেশি মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছ তত বেশি পৃথিবীর জমিতে সেই সম্প্রদায়ের ভোগদখল কায়েম হয়েছে। গান্ধিজী যথার্থই বলেছেন, 'ধর্মান্তরকরণ আজকাল এক ব্যবসা হয়েছে।' ('Conversion nowadays has become a business'–*Young India*, 23.4.1931 as quoted in K.L.S. Rao, 'Conversion'... 146)। সুতরাং অর্থ বিনিয়োগ করে যে ধর্মান্তরকরণীরা যত বেশি ধর্মান্তর করতে সক্ষম হবে তত বেশি পৃথিবীর জমিতে সেই সম্প্রদায়ের ভোগদখল চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম হবে। এইজন্যই প্রাচীন পৃথিবীর স্বদেশী ধর্মালম্বীরা যারা ধর্মান্তরকরণ জানত না তারা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একমাত্র আংশিকভাবে ভারত ছাড়া। ইসলাম দুনিয়া ও খ্রিষ্টান দুনিয়া যে বিশাল তার কারণ তাদের বিশাল অর্থবল, ধৈর্য্য এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা। ধর্মান্তরকরণ কাজে দীর্ঘ ২ হাজার বছরের মিশনারীদের এবং প্রায় ১৪০০ বছরের মৌলবীদের পরিপক্ক অভিজ্ঞতা। অপর দিকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরকরণ নেই। হিন্দুরা জানেই না ফলে হিন্দু ধর্ম রক্ষা খুবই কঠিন সমস্যা।

ধর্মান্তরিত হলে ক্ষতি কি?—

(ক) একমাত্র মানুষই উন্নত জীব যাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা আছে লেখাপড়া, চিন্তাভাবনা এবং সত্যানুসন্ধান করে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা বিচার করতে চেষ্টা করার। ভারতের ধর্মের প্রধান কথা ঃ 'সতং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি' (অথ ১২/১)।

ভারতে ধর্মের প্রথম কথা সত্যই বড়। উপনিষদের ডাক ঃ অসত্য থেকে সত্য পৌঁছানোর। মিশনারীদের কথা একমাত্র পবিত্র বাইবেলে বিশ্বাস, যিশুর ভজনা। মৌলবীদের কথা—পবিত্র

কোরানে বিশ্বাস এবং হযরত মহম্মদে আনুগত্য। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করেছিলেন বলে তা বাইবেল বিরোধী হওয়ায় তাঁকে নির্বাসিত করেছিল বাইবেলে বিশ্বাসী বিচারকেরা এবং বিজ্ঞানী ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছে। তসলিমা নাসরিন তাঁর ভাবনা প্রকাশ করার অপরাধে তাঁকেও নির্বাসিত করেছে। সুতরাং প্রকৃতি ভাবনাচিন্তা করবার ক্ষমতা যা মানুষকে দিয়েছে সেই ক্ষমতা প্রকাশ করার অধিকার হরণ করে ধর্মান্তরকরণীরা। এককথায়, তারা মানুষের স্বাধীন চিন্তা করার মাথাটি কিনে নিতে চায়। অথবা শিরচ্ছেদের ফতোয়া জারি করে স্বাধীন চিন্তার দাবীদারদের উপর।

(খ) এক একটা জাতির প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তাদের সাধনা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে হাজার বছর ধরে যে বৌদ্ধিক জ্ঞান ও বস্তু সভ্যতা সৃষ্টি করেছেন ধর্মান্তরকরণী জাতি তা ধ্বংস করে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ধ্বংস করে মানব জাতিকে বঞ্চিত করে তাদের অতীত সাংস্কৃতিক সম্পদ ভোগের অধিকার থেকে। এইভাবে মানবজাতিকেই তারা দরিদ্র করে সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে।

(গ) ধর্মান্তরকরণ অন্যায়ভাবে করা হয় ঃ অত্যাচার, হত্যা, চাপ সৃষ্টি ও প্রলোভন

প্রথম শতাব্দীতেই ভারতে ও ইউরোপে মিশনারীরা স্বদেশী ধর্ম ধ্বংস করতে প্রবেশ করেছে। কুর্গের ও কালিকটের হিন্দু রাজারা খ্রিষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলিমদের জন্য মসজিদ তৈরি করে দেন। রাজারা বাইবেল ও কোরান সম্ভবত পড়েননি। যখন বুঝতে পারেন স্বদেশী ধর্ম ধর্মান্তরকরণ করে বিনাশ করাই উদ্দেশ্য তখনই ধর্মান্তরকরণীদের থেকে নিরাপদ সামাজিক দূরত্বে থেকে হিন্দুরা স্বধর্ম রক্ষা করেছে। যারা তা করেনি তারাই ধর্মান্তরকরণীদের শিকার হল। কেউ কি খ্রিষ্টান বা মুসলমান হতে জেরুজালেমে বা মক্কায় গিয়েছে? স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে কেউ সাধারণত চায় না। লোভে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে (যেমন মিশনারীদের দেয়া ঋণের দায়ে গোসাবার কৃষক খ্রিষ্টান হয়েছে) ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে। জিজিয়া কর হিন্দুকে যেমন দিতে হয়েছে ৭১২ খৃঃ মঃ কাসিমের সময়ে তেমনি তা দিতে হয়েছে ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর বছরেও। এই কর থেকে অব্যাহতি পেতে বহু গরীব হিন্দু মুসলমান হয়েছে। নারী সম্পর্কে জড়িয়ে বাধ্য হয়ে মুসলমান ও খ্রিষ্টান হতে হয়েছে। ওরা বাইরে থেকে একটা দেশে ঢোকে, খ্রিষ্টান বা মুসলমান করতে থাকে স্বদেশী ধর্মালম্বীদের, আর স্বদেশীরা তাদের ধর্মরক্ষায় যখন প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে তখন বলতে থাকে 'ইসলাম বিপন্ন', নবী মহম্মদের অবমাননা ইত্যাদি। ধর্মান্তরকরণ করতে কেন তারা অন্য দেশে ঢোকে? কেন বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করে? সরকার, বুদ্ধিজীবী, কমিউনিষ্ট, ব্রাহ্মধর্মালম্বী, সেক্যুলার পন্থী, মানবাধিকার কর্মীরা বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে সকলে নিরব কেন? ১৯২১ সালে মালাবারে মোপলারা ২৫০০ হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করেছিল, ৫০০ হিন্দুকে হত্যা ও প্রায় ১০০ মন্দির ধ্বংস করে (কেথলিন গাফ, A.R. Desai, *পেজেন্ট স্ট্রাগেলস্ ইন ইন্ডিয়াঃ ১১১*), ১৮৩০ সালে তিতুমীর বারাসাতে বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছে,

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশে হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ মাস বাদ দিয়ে পৌত্তলিকদের হত্যা করতে নির্দেশ আছে কিন্তু তারা যদি যথাযত নামাজ পড়ে ও যাকাত দেয় তবে তাদের ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে (কোরান ৯/৫)। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও প্রাণভয়ে মুসলমান হতে বাধ্য করা কে কি 'মহান ধর্ম ইসলামের' (অমর্ত্য সেনের এই মত, আছে ক্ষিতিমোহন সেন, *হিন্দু ধর্ম*, পৃ. ১০) সঙ্গে সঙ্গতিপূণ??
বলপূর্বক ধর্মান্তর যে অমানবিক, হত্যা যে কোন ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না সে কথা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই। যারা সবরকম পথে ছলে, বলে, কৌশলে অপর জাতির অধিকারহরণ করে, জাতিসত্তা বিলোপ করে তারা কোন বিচারে সমর্থনযোগ্য?

(ঘ) ধর্মান্তরিত হলেই কি সুখশান্তি হয়?

যদি ধর্মান্তরিত হলেই সুখশান্তি হতো তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে সকলে সুখেই থাকত। সিরিয়া, ইরাক, মিশর, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, বাংলাদেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও লক্ষ লক্ষ মুসলিম কি মুসলিমদের আক্রমণে নিহত হয়নি? আবার যে মূর্তিপূজারী প্যাগানদের রাষ্ট্র দখল করার পরে তাদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করে খ্রিষ্টমতে ব্যাপটাইজ করা বা খ্রিষ্টান করা হয়েছিল তারা আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপে, ব্রিটেনে নব্য প্রকৃতি পূজার ধর্মে (Neo Paganism) ব্যাপকভাবে ফিরে আসছেন।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

যে জাতির হাতে রাষ্ট্র থাকে না সে জাতির ধর্মও থাকে না। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ হবার পর ভারতে হিন্দুর সনাতন ধর্ম রসাতলে গেল। হিন্দুদের দেয় রাজস্বের অর্থ বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে ব্যয় হল দেশে-বিদেশে। বৌদ্ধ সংঘকে অর্থদান করে সম্রাট রাজকোষ নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। (A. K. Pattanayak, *Pol. History* : 143)। দলে দলে হিন্দু বৌদ্ধ হয়েছে বৌদ্ধদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা যাওয়ার ফলে। হিন্দুর ধর্ম কোন পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি।

৩য় খ্রিষ্টাব্দে প্রথম খ্রিষ্টান সম্রাট কনস্টেনটাইন ইউরোপ দখল করেন মূর্তি পূজারীদের সম্রাট লিসিনিয়াসকে পরাজিত ও হত্যা করে। প্যাগানদের মন্দিরগুলি লুঠ করা হল, মন্দিরের দরজা খুলে নেওয়া হল, মন্দিরে মূর্তি বসানো বন্ধ করে দেওয়া হল আর সর্বত্র চার্চ তৈরি হল। খ্রিষ্টান রাষ্ট্র খ্রিষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করল। প্যাগানদের অধিকার হরণ করে তিনশ বছরের মধ্যে মূর্তিপূজারী ইউরোপের অসহায় প্যাগনেরা খ্রিষ্টান হয়ে গেল রাষ্ট্রশক্তি মূর্তি পূজারীদের হাত থেকে খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাওয়ারই ফলে।

আরব খলিফাদের নেতৃত্বে সিরিয়া, ইরাক, বারাক, পারস্য প্রভৃতি দেশ আক্রমণ ও দখল হয়। অত্যাচারের ফলে ধর্মরক্ষা করতে কিছু পারসিক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসেন। রাষ্টশক্তি হাতে না থাকার ফলে সিরিয়া ইরাক বারাক প্রভৃতি অমুসলিম মানুষের দেশগুলি মুসলিম

দেশে পরিণত হয় ২-৩শ বছরের মধ্যে। প্রাচীন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা এবং ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলিমদের হাতে চলে যাবার ফলে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ ও হিন্দুর উদ্বাস্তু হবার ফলে এখন আফগানিস্তানে শতকরা ৯৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ৯৭ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৮৯ শতাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান। প্রাচীনকালে ঐ দেশগুলির রাজা ও প্রজা সকলেই ছিল হিন্দু। হিন্দু জাতিসত্তাই ঐ দেশগুলিতে এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন ইউরোপের মূর্তি পূজারীদের জাতিসত্তা আজ আর নেই। প্রাচীন অফ্রিকার মানুষেরও জাতিসত্তা ধ্বংস করা হয়েছে একই প্রক্রিয়ায়।

স্বাধীন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা কি স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে? আমরা 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে দেখি (২০-১-১৪) কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত ইউপিএ সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছে ১,৯৫,০০০ কোটিরও বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ সংখ্যালঘুদের দেওয়া হয়েছে। একটা খবর অনুসারে ১,৪২,১২,৬৫৫ টাকার দাতব্য ছাত্রবৃত্তি সংখ্যালঘুদের দেওয়া হয়েছে (*হিন্দু ভয়েস*, ভ্যলুম ২, নং ৯, পৃঃ ৩)। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ভারতের সম্পদে মুসলমানদের অগ্রাধিকার। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মেয়েদেরই সাইকেল দেওয়া হয়েছে। হিন্দু মেয়েদের নয় কেন? কি কি সরকারি সুযোগসুবিধা কেবল সংখ্যালঘুদেরই দেওয়া হয় সে তালিকা দিয়ে হয়তো একটি বই হতে পারে। পৃথিবীর বহু দেশের প্রাচীন জাতিগুলির মত ভারতের এই প্রাচীন হিন্দু জাতির জাতিসত্তা যাতে বিলোপ না হয় সেই জন্যই দরকার কংগ্রেস মুক্ত ভারত। কারণ ১১৮টি রাষ্ট্রের জমিতে খ্রিষ্টান দুনিয়া তৈরি করেই যে মিশনারীরা সন্তুষ্ট এবং ৫০টি রাষ্ট্রের জমিতে মুসলিম দুনিয়া তৈরি করেই যে মৌলবীদের কাজ শেষ হয়েছে তা মনে ভাবাটা প্রচণ্ড এক মুর্খামী হবে। মিশনারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য পৃথিবীর 'সমুদয় জাতিকে খ্রিষ্টান করা' এবং মৌলবীদেরও একই চূড়ান্ত লক্ষ্য। অর্থাৎ মিশনারীদের চরম উদ্দেশ্য এই পৃথিবীতে খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কোন জাতি রাখা হবে না এবং মৌলবীদেরও উদ্দেশ্য মুসলমান ছাড়া আর কোন মানুষ পৃথিবীতে থাকবে না।

আফগানিস্তান, পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ সহ) জমি বেদখল হবার পর অবশিষ্ট যে জমি ভারতে আছে সেই জমিতে বসবাসকারীদেরকে ধর্মান্তরিত করতে নানাভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ চলছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা চলছে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী সংখ্যালঘুদেরকে। যারা সনাতন ধর্মালম্বী, যারা ধর্মান্তরিতই হয় বাধ্য হয়ে তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকেই কেবল বঞ্চিতই নয় তারা সংখ্যালঘুর মত সমান সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কখনও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সুযোগসুবিধার কথা ঘোষণা করেন কি? কংগ্রেস শাসনাধীন ভারতে হিন্দু জাতি ক্ষয়িষ্ণু। ধর্মান্তরকরণী সম্প্রদায়েরাই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করছে তা না হলে ধর্মান্তরকরণী সংখ্যালঘু পাচ্ছে কেন একতরফা সুযোগসুবিধা? বিভিন্ন সেক্যুলার দলের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরকরণীরা কাজ চালাচ্ছে। এখনই
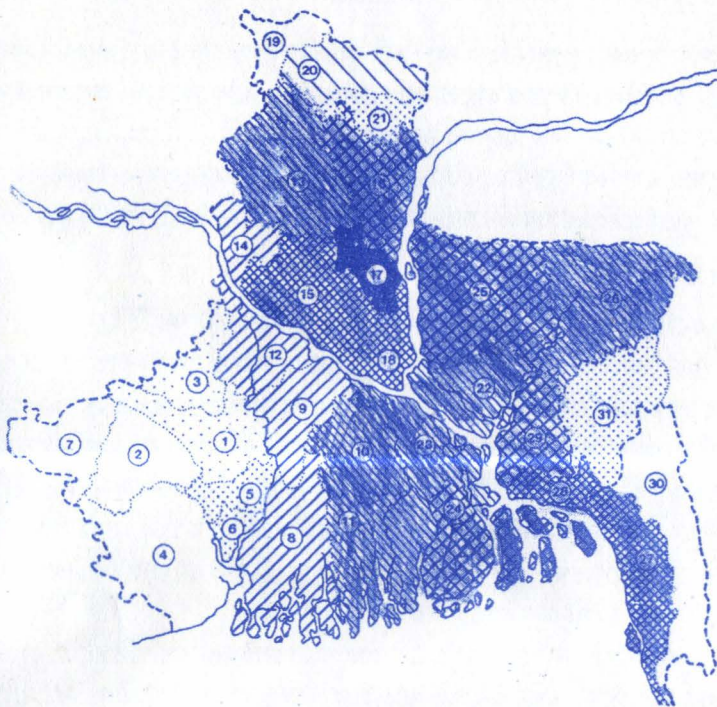
আর. এম. ইটনের অনুসরণে, তাঁর প্রতি ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলা

১৭. বগুরা (৮০-৯০ শতাংশ)

১৫. রাজসাহী
১৮. পাবনা
২৭. চট্টগ্রাম
২৮. নোয়াখালী
(৭০-৮০ শতাংশ)

১৬. রংপুর
*২৪. বাকেরগঞ্জ
২৫. ময়মনসিং
২৯. কুমিল্লা
(৬০-৭০ শতাংশ)

১০. যশোর
১১. খুলনা
১৩. দিনাজপুর
২২. ঢাকা
২৩. ফরিদপুর
২৬. সিলেট
(৫০-৬০ শতাংশ)

* বরিশাল জেলার নাম তখন ছিল না। বাখরগঞ্জ নাম ছিল

ধর্মান্তরকরণী সম্প্রদায় রাজনৈতিক দল তৈরি করেনি। সময় হলেই করবে যেমন মুসলিম লীগ তৈরি হয়েছিল। আবারও হয়তো দাবী তোলা হবে পাকিস্তান চাই। কংগ্রেস থাকলে আবার হয়তো '৪৭-এর মত হিন্দুদের উদ্বাস্তু হতে হবে। পাকিস্তানে যেমন হিন্দু জাতিসত্তা বিলুপ্ত হয়েছে এখানেও ধীরে ধীরে তাই হবে। কংগ্রেস থাকলে অতীতে যা হয়েছে ভবিষ্যতেও তা হতেই পারে। সেই ভয়ঙ্কর দিন যাতে ফিরে না আসে সেজন্যই চাই কংগ্রেস মুক্ত ভারত।

হিন্দুদের করণীয় কি?

যারা ধর্মান্তরিত করে তারা যা যা করে এখন হিন্দুদেরকে তাই করতে হবে।

(ক) যদি উদ্বাস্তু আবার না হতে হয়, যদি স্বধর্ম ও সভ্যতা রক্ষা করতে হয় তবে এক হতে হবে জাতিভেদ ভুলে গিয়ে। ১৯৪৬ সালে বাঙালি মুসলমানদের শতকরা ৮২ শতাংশ মুসলিম লীগ দলকে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তান আদায় করতে। আবার যাতে পাকিস্তান না হয় সেইজন্য ৮২ শতাংশ হিন্দুকে ভোট দিতে সেই দলকে যারা সংখ্যাগুরুর ক্ষতি করেনি।

(খ) আসল লক্ষ্য জমি দখল। কেবল ভোট নয়। '৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে প্রথম লুঠ তারপর অগ্নিসংযোগ ও নরহত্যা শুরু হয়। তাতে যাতে আবার সফল না হয় সেইজন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) হিন্দুর মধ্যে যেন বিভেদ সৃষ্টি না করতে পারে সেইজন্য তপশিলি জাতি, উপজাতি সহ সকল সংখ্যাগুরুকে এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যদি দলিত মুসলিম ঐক্য করা হয় তবে হিন্দুরা দুর্বল হবে এবং আবার পাকিস্তান দাবী তুললে ১৯৪৭ সালের মতই পাকিস্তান আবার তৈরি হবে। তখন দলিতদের ও উদ্বাস্তু হতে হবে।

(ঘ) ধর্মান্তরকরণীরা পৃথিবীর জমি দখল করেছে ধর্মান্তর করে। স্বধর্মে ফিরেয় অনার জন্য দরজা খুলে রাখতে হবে। চেষ্টা সাধনা করতে হবে ঘরে ফেরাতে যারা বিভ্রান্ত বা বাধ্য হযে স্বধর্ম হারিয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ— (১) অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (২) *ঋগ্বেদ* ঃ পরিতোষ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, R. Griffith, A.C. Bose (৩) *যযু ও অথর্ব বেদ*— বিজনবিহারী গোস্বামী, (৪) ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, *বৈদিক সভ্যতা* (৫) *কোরান শরীফ* ঃ মাওলানা জওহর, মুনির উদ্দীন আহমদ, কোরান একাডেমি লন্ডন, (৬) মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন*, আধুনিক প্রকা. ঢাকা, (৭) ক্ষিতিমোহন সেন, *হিন্দুধর্ম* (৮) A.H.M. Jones, *Constentine and the Conversion of Europe,* University of Toronto Press, (৯) R.M. Eaton, *The Rise of Islam* OUP (১০) *Ency. of Asian History,* vol. I, (১১) R. Puri's article, *The Statesman* 2.4.2011 (১২) H. Beveridge, *A Comprehensive History of India,* vol. I.